হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৮জন আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হরিশপুর গ্রামের লালন বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

আহতরা হলেন হরিশপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে আলামিন হোসেন (৩২), আশান মন্ডলের ছেলে মন্টু মন্ডল (৪৩), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর বিশ্বাস (৪৬) ও পার্বতীপুর গ্রামের নুপুর মন্ডলের ছেলে বাপ্পী হোসেন (৩২)।

এদের মধ্যে আফাঙ্গীর বিশ্বাস জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদের অনুসারী এবং অন্যরা সাবেক সাংসদ মসিউর রহমানের ছেলে ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাক বাবুর অনুসারী বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে আলামিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ওই এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য প্রয়াত মসিউর রহমানের এমপির অনুসারীদের কর্মীসভা চলছিল। সেখানে তাঁর ছেলে ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. ইব্রাহিম রহমান উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে পাশের জটারখালি বাজার এলাকায় সভা চলছিল জেলা বিএনপির সভাপতি ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড. এম এ মজিদের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের। সেখানে দলটির জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন এবং উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি দু’পক্ষের সভাকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সেটি সংঘর্ষে রুপ নেয়। এ সময় উভয়পক্ষ লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের ৮ জন

আহত হয়। এছাড়া বাবু সমর্থকদের সভাস্থলে চেয়ার ভাঙচুর করা হয়।

ডা. ইব্রাহিম রহমান বাবু অভিযোগ করেন, লালন বাজার এলাকায় তাদের কর্মীসভা চলছিল। তখন সেখানে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় মজিদ সমর্থকরা। এ সময় তাদের লোকজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করা হয়। এ সময় তাদের সভাস্থলের মঞ্চ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন বলেন, ওই এলাকায় আওয়ামী লীগের লোকজনকে নিয়ে সভা করছিল প্রতিপক্ষরা। এ নিয়ে একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আমি সেটি সামাল দিতে গেলে তারা আমার ওপর আক্রমণ করে।

হরিণাকুণ্ডু হাসপাতালের চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, আহত ৪ জনের মধ্যে দু’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে। তার মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বাকি দু’জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এসময় কয়েকজন পুলিশও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ রউফ খান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে আমি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিই। তবে সেখানে বড় ধরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈশিতা আক্তারকে মোবাইলে কল করা হলে তিনি সেটি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহে নকল নবীস দাবী আদায় পরিষদের খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী নকল নবীস দাবী আদায় পরিষদের খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্ক মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সাব রেজিস্টি অফিসে কর্মরত নকল নবীসদের চাকুরী জাতীয়করণের দাবীতে আন্দোলন পরবর্তী করণীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

নকল নবীস দাবী আদায় পরিষদের খুলনা বিভাগীয় প্রধান উপদেষ্টা আকবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আল আমিন সরকার, সহ-সভাপতি আজিজুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, প্রচার সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সমন্বয়ক জাকির হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন খুলনা ও বরিশাল বিভাগের প্রধান সমন্বয়ক রুবেল পারভেজসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, আন্দোলনের প্রথম ধাপ তারা পার করেছে। দাবী বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত মাঠে থাকার আহবান জানান তারা। সমাবেশে খুলনা বিভাগের ১০ টি জেলার ৫ শতাধিক নকল নবীস উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে দাফনের ৬১ দিন পর স্কুল ছাত্র সোহানের লাশ উত্তোলন

লাশ দাফনের ৬১ দিন পর আদালতের নির্দেশে ঝিনাইদহে সোহান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রর লাশ উত্তোলন করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করে। সোহান ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। গত ১৮ সেপ্টম্বর ঢাকায় রহস্যজনক মৃত্যু হয় সোহানের। ২১ সেপ্টম্বর ময়না তদন্ত ছাড়াই তড়িঘড়ি করে সোহানের

লাশ একটি মহল ঝিনাইদহের নগরবাথান গ্রামে দাফন করে।

লাশ দাফনের পর সোহানকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রচার হলে ঝিনাইদহ সদর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তার পিতা শহিদুল ইসলাম ৮জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শরীফ লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য আবেদন করলে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতের বিচারক তা মঞ্জুর করেন।
সোহানের মা সুন্দরী খাতুন অভিযোগ করেন, তার ছেলেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে নগরবাথান গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে সাকিব (২৭)। জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়।

মামলার বাদী শহিদুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর সাকিব ও তার অজ্ঞাত বন্ধুরা সোহানকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ঢাকার পূর্বাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে শহিদুল ইসলাম ছেলেকে বাড়িতে ফেরার জন্য ফোন করলে সোহান জানায়, সে খুব ঝামেলায় আছে। এরপর সোহানের পিতা সাকিবকে ফোন করে। এ সময় ফোন ধরে সাকিব গালিগালাজ করে মোটা অংকের টাকা দাবি করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে সোহানের পিতাকে ফোন করে জানানো হয় সোহান হাসপাতালে।

খবর পেয়ে সোহানের পিতা হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পান সাকিবের দুই ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা খাতুন সেখানে উপস্থিত। সোহানের পিতা আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালে থাকতেই সাকিবের পিতা আব্দুল আজিজ তাকে ফোন করে কোন ঝামেলা না করার জন্য হুমকি দেন তার মোবাইল ফোনে।

এছাড়াও সাকিবের ফুফা আরব আলী তাকে শিখিয়ে দেন পুলিশ গেলে আমি যেন তাদের বলি সোহান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।
গ্রামবাসি জানায়, আসামী সাকিবের ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা ঢাকায় মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির ব্যবসা করে। এই অপকর্ম করে তারা ইতিমধ্যে ঢাকা ও ঝিনাইদহ শহরের একাধিক স্থানে বহুতল ভবন তৈরী ও জায়গা জমি কিনেছেন।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ গোয়েন্দা বিভাগের এসআই শরীফ জানান, আদালতে এ নিয়ে একটি হত্যা মামলা হয়েছে। ফলে আদালতের নির্দেশে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্ত করা হচ্ছে। ময়না তদন্তের

পর বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা-আল মামুন জানান, আমি আদালতের মাধ্যমে জানতে পারি সোহানের পিতা ৮জনকে আসামী করে ঝিনাইদহ আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেছে। আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন।

এরই অংশ হিসাবে বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করেছে। আর এটা সম্পূর্ণ আদালতের বিষয় এখানে আমার বলার কিছু নেই। এটা আদালতেই বিচার হবে।

ঝিনাইদহে ওয়ালটনের সুরক্ষা সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহে মৃত ক্রেতার পরিবারকে ওয়ালটনের সুরক্ষা সহায়তা হিসাবে নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের মুজিব চত্বর মোড় ওয়ালটন প্লাজার আয়োজনে মৃত কিস্তি ক্রেতা জেলার শৈলকুপা উপজেলার সাফখোলা গ্রামের আসমত আলী বিশ্বাসের স্ত্রী খাদিজা বেগমের হাতে আর্থিক সুবিধার নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ওয়ালটনের এরিয়া রিজিওনাল ক্রেডিট ম্যানেজার সাগর আহমেদ। সেসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলার জাহিদুল ইসলাম, ঝিনাইদহ ওয়ালটন প্লাজার চুয়াডাঙ্গা মোড় শাখা ব্যবস্থাপক এস এম সাদিক ই-নুর, ওয়ালটন প্লাজার এইচ এস এস সড়কের শাখা ব্যবস্থাপক তোতা মিয়া, এসএটিভি ও দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও দৈনিক রানার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বসির আহাম্মেদ, গ্লোবাল টিভির জেলা প্রতিনিধি মেহেদী হাসান জিকু, সংবাদ সারাবেলা পত্রিকার জেলা

প্রতিনিধি এম এইচ রুবেল, ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান, আলমঙ্গীর হোসেন, হোন্ডা শোরুমের ম্যানেজার আঃ মতিন ও মৃত ক্রেতা আসমত আলী বিশ্বাসের স্ত্রী খাদিজা বেগমসহ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

ঝিনাইদহে ভোক্তা আধিকার বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়ীয়া আমেনা খাতুন কলেজ মিলনায়তনে ভোক্তা আধিকার বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ” আইনের যথাযথ প্রয়োগই পারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন করতে”।

গতকাল বুধবার জাতীয় ভোক্তা আধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ঝিনাইদহ জেলা কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা শেষে কলেজর অধ্যক্ষ মহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সেলিম রেজা পিপিএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ভোক্তা আধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু।

মডারেটরের দয়িত্ব পালন করেন কলেজের প্রভাষক সাজ্জাদুল ইসলাম মিটু এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস সালাম। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ঝিনাইদহ দুঃখী মাহমুদ কলেজের সহকারী অধ্যাপক এম এ কবীর, ঝিনাইদহ পৌর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনাজ পারভিন ও মিয়াকুন্ডু মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সওকত হোসেন। প্রতিযোগিতায় বিপক্ষ দল বিজীয় হয় এবং মারিয়া আক্তার তামান্না শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয়।

অন্যান্য বিতার্কিকরা ছিলেন কামরুন্নাহার, আরিফা খাতুন, মৌসুমি আক্তার, রুপা খাতুন ও ফুরকানুল ইসলাম। বিজয়ী দল এবং শ্রেষ্ঠ

বক্তাসহ সকল বিতার্কিককে পুরস্কৃত করা হয়।

কোটচাঁদপুরে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মুল ধারার বিএনপি বাদ দিয়ে বিএনপি করা যাবে না। তাই, ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

আজ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) বিকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর কৃষক দলের আয়োজনে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের (৪৪) তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সহ-সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭২ সাল থেকে ৭৫ পর্যন্ত শেখ মুজিব বাংলাদেশে নির্বিচারে রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করেছিল। অন্তত ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল রক্ষীবাহিনী। শেখ হাসিনাও তার বাবার মতো মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় চিরদিন থাকার দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। শেখ হাসিনা দীর্ঘ ১৬ বছরে কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে হত্যা-গুম করেছে।

জুলাই আগস্টের ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ স্মরণ করে তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ভেবেছিল তার কখনো পতন হবে না। দেশের লাখ লাখ কোটি টাকা লুটপাট করে বিদেশে বেগমপাড়া বানিয়েছে শেখ হাসিনা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। চারবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, হাসিনা দেশটাকে ধ্বংস করে একদিন পালাবে। আজ হাসিনা ঠিকই পালিয়ে গেছে। সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সাধারণ

সম্পাদক ইঞ্জিঃ মোমিনুর রহমান মোমিন।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদ আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-অর রশিদ, পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুব দলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব বাবু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান প্রমুখ। আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক কৃষিবীদ ফিরোজ উদ্দিন মানিক, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কাশেম। এ সময় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবকদল, কৃষক দল, শ্রমিকদল সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট কার ও চোর চক্রের এক সদস্য আটক, ৪টি ছাগল উদ্ধার

অবশেষে জনতার হাতে ধরা পড়েছে চোরাই ছাগলসহ সেই প্রাইভেট কারটি। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মকছেদ মোড় থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর সিনেমা হল পাড়া থেকে দুইটি ছাগল চুরি করে পালানোর সময় দেখতে পান ছাগলের মালিক সুমি খাতুন। এ সময় তিনি পাশের বাড়ির বাঁধন রাজবীর (নিশু)কে ঘটনাটি বলেন। এরপর নিশু তাঁর মটর সাইকেল নিয়ে ধাওয়া করেন প্রাইভেট কারটিকে। চোরেরা ধাওয়া খেয়ে বেশ কয়েক বার নিশুকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেন । এরপরও প্রাইভেট কারটি ধরতে সে ছিল নাছোড় বান্দা। অবশেষে জনতার সহায়তায় কোটচাঁদপুর সাবদারপুর মকছেদ মোড় থেকে প্রাইভেট কারটি আটকাতে সক্ষম হন নিশু।

এ সময় বাবু মন্ডল নামের একজনকে আটক করতে পারলেও পালিয়ে যান অনিক

নামের আরেক চোর। প্রাইভেট থেকে উদ্ধার হয় চোরাই ৪ টি ছাগল। পরে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলামের কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৪, তারিখ-১০-১২-২৪। এর আগে এই চোর চক্র কোটচাঁদপুরের নওদাগ্রামের মশিয়ার রহমানের ছাগল চুরি করে নিয়ে যান। এ ছাড়া সম্প্রতি কোটচাঁদপুর সিনেমা হল পাড়া থেকে চুরি করেন আরো দুইটি ছাগল। যা ধরা পড়েছে সিসি টিভি ফুটেছে। চুরি করেছেন সাবদারপুর মকছেদ মোড়ের মফিজুর ও সুজনের ৩ টি ছাগল।

বিষয়টি নিয়ে সুজন হোসেন বলেন, কয়েকদিন হল আমার ১ টা ছাগল ও পাশের মফিজুরের ২ টি ছাগল চুরি করে নিয়ে যায় এভাবে প্রাইভেট কারে করে। ওই প্রাইভেট কারের নাম্বার আর ধরা পড়া প্রাইভেটের একই নাম্বার বলে দাবি তাঁর।

তিনি বলেন, চোর চক্র দীর্ঘদিন ধরে এভাবে প্রাইভেটে করে এলাকায় চুরি আসছেন। তারা গাড়ি নাম্বার ঠিক রেখে পরিবর্তন করে গাড়ি। যে কারনে তারা মানুষের নজরে আসে না। ফলে চোর চক্র নির্বিঘ্নে তাদের চুরি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এলাকায়। গতকাল মঙ্গলবার তাদেরকে ধরার পর বেরিয়ে পড়েছে প্রাইভেট দিয়ে ছাগল চুরির আদ্যপান্ত। তারা ওই চোর চক্রের দৃষ্টান্ত মু্লক শাস্তি চান।

বাঁধন রাজবীর নিশু বলেন, এর আগে আমাদের ওই পাড়া থেকে প্রাইভেটে করে ছাগল চুরি করে নিয়ে যান। গতকাল মঙ্গলবার ছাগল চুরি ঘটনা দেখতে পান ছাগলের মালিক। তারপর আমাকে বললে আমি প্রাইভেট কারটি ধাওয়া করে কোটচাঁদপুরের মকছেদ মোড় থেকে জনতার সহায়তায় আটকাতে পারি। আমি প্রাইভেট কারটি ধাওয়া দেয়ার সময় তারার আমার বেশ কয়েক বার ফেলে দেবার চেষ্টা করেন। তারপরও আমি জীবনের ঝুকি নিয়ে মানুষের উপকারের জন্য চোর ধরার চেষ্টাটা করেছিলাম।

বাঁধন রাজবীর নিশু কোটচাঁদপুর পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম, জনতা চোর ধরে আমাদের খবর দেন। আমরা তাদেরকে হেফাজতে নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় হস্তান্তর করেছি। পরে ওই ব্যাপারে মামলা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৪। ওই মামলায় দুই জনকে আসামী করা হয়েছে। যার রয়েছে মধ্যে বাবু মন্ডল(৫৫)। সে কালিগঞ্জের আড়পাড়া গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে।

অন্যজন অনিক হোসেন। সে যশোরের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে অনিক পলাতক রয়েছে। তিনি আরো বলেন, মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে বলা সম্ভব হবে এর সঙ্গে আর কারা জড়িত আছেন। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া প্রাইভেট কার ও ছাগল ৪ টি থানা হেফাজতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

ঝিনাইদহে পদ্মাকর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি টিটু ও সাধারণ সম্পাদক মহি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পদ্মাকর ইউনিয়নে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের দ্বি-বার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদে মহিউদ্দিন টিটু ও সাধারণ সম্পাদক পদে মহিউদ্দিন মহি সহ ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারে পদ্মাকর ইউনিয়নের শ্রমিক দলের কর্মী সমাবেশে নতুন এ কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

জেলা শ্রমীক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মশিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক টোকন হোসেন জোয়ার্দ্দার।

প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমীক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের যুগ্ম-সম্পাদক মাজেদুল হক লিটন, সহ-শ্রম বিষয়ক খায়রুজ্জামান লিটু, সদর থানা শ্রমিক দলের সভাপতি ঠান্ডু মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আলমঙ্গীর হোসেন আলম, সদর থানা ছাত্র দলের সদস্য সচিব সাকিব আহমেদ সহ অন্যান্যরা। নব গঠিত এই কমিটিকে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহের “সমাধান ফাউন্ডেশনের” চেয়ারম্যান আটক

যুবক-যুবতিদের নিকট থেকে কাজের প্রলোভন দিয়ে ৪৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর সময় প্রশাসনের হাতে আটক হয়েছে ঝিনাইদহের সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদি হাসান। চুয়াডাঙ্গায় থেকে ৭৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর পর ঝিনাইদহে ঘাঁটি গেঁড়েছে এই প্রতারণা মুলক প্রতিষ্ঠানটি। ইতিমধ্যে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলা থেকে প্রায় দেড়’শ যুবক-যুবতীর কাছ থেকে ৩০ হাজার ৫শ টাকা করে প্রায় ৪৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খবর পেয়ে অফিসটিতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানের খবর আঁচ করতে পেরে অফিসের নিচে বিপুল অংকের টাকা নিয়ে দাড়িয়ে থাকা ঢাকা মেট্রো-গ-২৬-৭৫২৩ নাম্বারের একটি প্রাইভেট কার আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চালানোর আগেই পালিয়ে যায়।

কথিত সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেসময় পুলিশ তাকে আটক করে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে যায়। তবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সমাধান ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজার ও টাকা আদায়কারী হরিণাকুন্ডু উপজেলার রথখোলা গ্রামের হায়দার হাসনাত।

সরকারের একটি গোয়ন্দা বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, প্রায় আড়াই মাস আগে ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়া জোড়াপুকুর সড়কে নিঝুম টাওয়ারে অফিস খুলে শত শত যুবক-যুবতীকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করায় সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার সংলগ্ন বাদেডিহী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে চিহ্নিত প্রতারক খন্দকার মেহেদী হাসান। এপর্যন্ত ৪৬৯ জনের রেজিষ্ট্রেশন করা হলেও দেড় শতাধীক যুবক যুবতী বিনা স্লিপে লাখ লাখ টাকা জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে দেড়’শ যুবক যুবতী প্রায় ৪৬ লাখ টাকা দিয়েছেন।

অভিযুক্ত সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী

হাসান জানিয়েছেন, তারা যুবক যুবতীদের বিভিন্ন প্রডাক্ট এমনকি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সহায়তা করবেন।

কিন্তু আশপাশের জেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসান বংশগত ভাবেই প্রতারক। সারা দেশে অফিস খুলে বেকার ও অসহায় যুবকদের ভুলভাল বুঝিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে ঢাকার উত্তরার ১০ নং সেক্টরে বিপুল বিত্ত বৈভব গড়ে তুলেছেন।

প্রতারক মেহেদীর অফিসে রক্ষিত কাগজপত্র ঘেটে দেখা যায়, ঝিনাইদহের ৬ উপজেলায় ৪৬৯জন রেজিষ্ট্রেশন করেছেন। এরমধ্যে রেজিষ্ট্রারে ৩৯ জনের নাম পাওয়া গেছে। অফিসটিতে গোয়েন্দারা বৈধ কোন কাগজপত্র পাননি। সব ভুয়া ও জাল কাগজ তৈরী করে “সমাধান ফাউন্ডেশন” গঠন করা হয়েছে। অফিসে রক্ষিত কাগজপত্র ঘেটে দেখা গেছে, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরো যে সব প্রতারকরা জড়িত তারা হলেন, সেক্রেটারি জেনারেল এনামুল হক, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর শহীদুল্লাহ, রজনী আক্তার, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল্লাহ, একেএম সাহিদুর রহমান, বিল্লাল হোসেন, সোহেল আলী, এসএম আশরাফুল্লাহ ও মাহবুবুর রহমান।

শহরের মহিষাকুন্ডু গ্রামের মিজানুর রহমান জানান, তিনি ও তার স্ত্রী তহমিনা খাতুন সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানের কাছে ৬১ হাজার, বারোবাজার এলাকার কাজল ৫ লাখ, হরিণাকুন্ডুর জোড়াপুকুর গ্রামের মাজেদা খাতুন ৩০ হাজার ৫০০, চটকাবাড়িয়া গ্রামের মিতা খাতুন ৩০ হাজার ৫০০ টাকা বিনা রশিদে জমা দিয়েছেন।

এছাড়া সদর উপজেলার লেবুতলা গ্রামের সেলিনা খাতুন, হরিণাকুন্ডু উপজেলার জোড়াপুকুর গ্রামের আফাজ, বড়ভাদড়া গ্রামের আল আমিন, অনিক, সদরের বড় গড়িয়ালা গ্রামের সোহেল রানা, শ্রীপুর গ্রামের হাসানুজ্জামান, বিল্লাল হোসেন ও কোটচাঁদপুর উপজেলার দুর্বাকুন্ডু গ্রামের সাইফুজ্জামানসহ শত শত যুবক টাকা প্রদানের কথা স্বীকার করেন। তারা সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসান ও জেলা চীফ অর্গানাইজার হায়দার হাসনাতের কাছে টাকা দিয়েছেন বলে জানান।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ-আল মামুন জানান, প্রতারক চক্রের খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায় এবং ভুক্তভোগীর বক্তব্য রেকর্ড করে। অফিসটির কোন

বৈধ কাগজপত্র না থাকায় খন্দকার মেহেদী হাসান নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে।

অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আরিফ জানান, কাগজপত্র দেখে মনে হলো সংস্থাটি প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানের কথাবার্তা অসংলগ্ন। একেক সময় একেক তথ্য দিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করছেন। এজন্য তাকে থানায় আনা হয়েছে। তিনি জানান, ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দিলে পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

ঝিনাইদহে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত

“আমাদের অধিকার, আমাদের ভবিষ্যত এখনই” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১০ডিসেম্বর) সকালে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) ও জেলা মানবাধিকার ফোরামের আয়োজনে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ঘন্টা ব্যপি চলে মানববন্ধন।

পরে পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি)’র এরিয়া কোঅডিনেটর হাবিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ মানবাধিকার ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও উই’র নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুন, সনাকের সিনিয়র সদস্য এন এম শাহজালাল, মানবাধিকার কর্মী শাহিনুর রহমান, জিহান লেমন, রিতা খাতুন, নাছির উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, জান্নাতুল

ফেরদৌস, চন্দন বসু মুক্ত, রুহুল আমিন ও গাওসি গোর্কি।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ সিডিপির রিসোর্স মোবালাইজেশন এন্ড পার্টনারশিপ অফিসার পারভিন নাহার।

বক্তারা বলেন, মানবাধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তুলে ধরা, বিশেষ করে নারী ও দূর্বল জনগোষ্ঠীর উপর এর অসম প্রভাব নির্দেশ করা। জলবায়ু কর্মসূচিতে মানবাধিকার নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা এবং সমস্ত জলবায়ু-সম্পর্কিত নীতিমালা ও কর্মসূচিতে জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক পন্থা অবলম্বনের জন্য আহবান জানানো হয়।